« ঝাঁইমাঁই »

টুসু পরব

সিরিপদম বঁসরিআর

পরীবর্ত্তনশীল জগতে অপরীবর্ত্তীত থাকটা অস্বাভাবিক। তথাপি কুড়মালি স্যংস্কৃতিতে বারো মাসে যে সকল তের পরব অনাদি কাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, দেখা যায় সেগুলির সবকটিই অপরীবর্ত্তীত। পরিবর্ত্তন ঘটানোর যে চেষ্টা করা হয়নি তা নয়। ইতিহাস প্রমানিত সত্য যে সেসকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। অপরিবর্ত্তনের কারন অনুসন্ধানে জানা যায়, সেই কোন্ অজানা প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগে কুড়মি জাতি কৃষিকর্ম্মের দ্বারা আহার্য্য শস্য দানা উৎপাদন করে আরন্যক জীবন পরিহার করে কৃষি জীবনে সাফল্য সন্ধানে কুড়মালি স্যংস্কৃতি সৃষ্টি করেছিল। তাই তো কুড়মালি স্যংস্কৃতির বারো মাসে তের পরবের সবকটিরই উৎস কৃষিকর্ম আধারিত এবং কৃষিকর্ম সম্বন্ধীয়।

যেহেতু সূর্য্যদেব শস্য দেবতা, তাই সূর্য্যদেবের গতিবিধিকে কেন্দ্র করেই কুড়মালি স্যংস্কৃতির অনুষ্ঠান মূলক পরবগুলি সৃষ্ট, প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচলিত। সূর্য্যদেবের উত্তরায়নে অবস্থান কৃষি স্রষ্টা, কৃষিকর্মে জিবীকা নির্ব্বাহকারী কৃষক কুড়মি জাতির গবেষনাতে লব্ধ। মনে রাখা প্রয়োজন কৃষিকর্ম্মের দ্বারা নানাবিধ আহার্য্য দ্রব্য উৎপাদিত হয় কিন্তু নির্বিঘ্নে উদর পুরনের জন্য ধান প্রধান। বাকিগুলি রুচি সহকারে আহার গ্রহনের সহায়ক মাত্র। তাই ধান চাষকে কেন্দ্র করেই কৃষিকর্ম্মের পদ্ধতি নিরূপন করা হয়েছে। লক্ষনীয় বিষয় এই যে সূর্য্যদেবের উত্তরায়নে অবস্থান কাল ব্যতীরেকে অন্য কোনো কালে প্রাকৃতিক নিয়মে ধান দানা অঙ্কুরিত হয় না।

মাঘ মাসের প্রথম দিবসে সূর্য্যদেব উত্তরায়নে গমন আরম্ভ করেন। তাই উক্ত দিবসটি কুড়মালি স্যংস্কৃতিতে শুভ এবং বৎসরের প্রথম দিবস নিরূপিত হয়েছে। শুভ এবং নববর্ষ শুরুর দিবসে কুড়মি জাতি "হার পুনহা" অর্থাৎ হাল কর্ষন করা কর্ম দ্বারা কৃষিকর্মের সূচনা করে। কৃষিকর্ম পেশা গ্রহন করার পরও কুড়মি জাতি আরন্যক জীবনের স্মৃতি বিজড়িত "বেঝা বিঁধা" অনুষ্ঠান উক্ত দিবসে পালন করার প্রথা প্রচলিত রেখেছে। আরন্যক জীবন যাপন কালে "বেঝা বিঁধা" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৎসরের প্রথম দিনে সারা বৎসর দল পরিচালনা করার জন্য দলপতি নির্ব্বাচন করার প্রথা প্রচলন ছিল। বেঝা এবং বিঁধা দুটি শব্দই কুড়মালি ভাষার শব্দ। বেঝা শব্দের ব্যংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ লক্ষ্যবস্তু এবং বিঁধা শব্দের ব্যংলা ভাষাতে প্রতিশব্দ বিদ্ধ করা। তীরন্দাজদের তীরের গতিবেগে তীর বিদ্ধ করার ক্ষমতা বজায় থাকবে এরূপ পরিমাপ দূরত্বে একটি কলা গাছ পোতা হয়। প্রোথিত কলা গাছটিকে দলের যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে তীর বিদ্ধ করতে সক্ষম হন তাঁকে ঐ বৎসরের দলপতি স্বীকার করা হয়। এছাড়াও শৈব, তন্ত্র সাধন পন্থী, তান্ত্রিক কুড়মি জাতি উক্ত দিবসে তন্ত্র সাধন মূলক গীত উধউআ গীত গাউআ শুরু করে।

গীতের আসর বসানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাই বর্ষ আরম্ভ দিবসে গীতের সুর ঝঙ্কারে মেতে থাকলে বর্ষশেষ স্যংক্রান্তি সূর্য্যদেবের দক্ষিনায়ন পরিসমাপ্তি দিবস পৌষ স্যংক্রান্তি যা মকর স্যংক্রান্তি নামে খ্যাতিলাভ করেছে সেই মকর স্যংক্রান্তিতে পৌছানো যাবে না। মকর স্যংক্রান্তির উষালগ্নে না পৌছলে টুসুমনির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না।

© Dept. of English, V.U.

কারন মকর স্যংক্রান্তিতে সে তো শ্বশুর বাড়ী চলে যাবে। মকর স্যংক্রান্তির তিনদিন পূর্ব্ব থেকে টুসুমনির শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার প্রস্তুতি পর্ব্ব শুরু হয়। উক্তদিনগুলি বিশেষ বিশেষ নামে বিভূষিত, চিহ্নিত এব্যং কর্মে দায়গ্রস্ত। যেমনঃ- (১) আঁউড়ি:- এদিনের কাজ "চাউর ধুওআ" অর্থ্যাৎ চাল ধোয়া। (২) চাঁউড়ি:- এদিনের কাজ কুঁড়িকুটা। (৩) বাঁউড়ি:- এদিনের কাজ পিঠা খাওয়া। দিনগুলোর নামগুলো বিদ্কুটে লাগছে তাই না? আসুন এই বিদ্কুটেমির বিদ্কে কুটে খেঁথলে করে সুস্বাদু করার চেষ্টা করা যাক। তর্কাতীতভাবে দাবী করা যায় শব্দগুলি কুড়মালি ভাষার শব্দ। (১) আঁউড়ি:- মুল শব্দ "আউড়াউঅনা" এর ব্যংলা ভাষাতে অর্থ আরম্ভ করা, প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গে আউড়াউলি বর্নবিপর্যয়ে আঁউড়ি। (২) "চাঁউড়ি":- মুল শব্দ "চঁউরন" ব্যংলা ভাষাতে অর্থ পাক খেয়ে ঘসকা বা সরা, প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গে চঁউরলি, বর্নবিপর্যয়ে এব্যং শ্রুতিমাধুর্যতা বর্দ্ধন হেতু চাঁউড়ি। (৩) বাঁউড়ি:- মুল শব্দ "বাঁউআঁমুহড়ি" ব্যংলা ভাষাতে অর্থ বামমুখে, বর্নবিপর্যয়ে এব্যং শ্রুতিমাধুর্যতাবর্দ্ধন হেতু বাঁউড়ি। শব্দগুলোর স্যংযোজিত অর্থ- আউড়াউলি চঁউরে বাঁউআঁ মুহড়ি ব্যংলা ভাষাতে অর্থ আরম্ভ করলো সরতে বামমুখে। এখানে অবধারিত প্রশ্ন আসে কে বামমুখে সরতে আরম্ভ করলো? প্রসঙ্গ যেহেতু টুসু অতএব স্বাভাবিক জবাব টুসু। কিন্তু না টুসু কখনই হতে পারে না। গায়ের জোরে যদি জবাব টুসু করা হয় তাহলে মকর শব্দের বিজ্ঞানভিত্তিক অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না। টুসু পরবে করনীয় কর্মের বিজ্ঞানভিত্তিক অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিজ্ঞান সম্মত জবাব "বেরা" (সূর্য্য)। বেরা আউড়াউলি বা উচরলি চঁউরে বাঁউআঁমুহড়ি অর্থ্যাৎ সূর্য্য শুরু করলো সরতে বামমুখে। বাক্যটির ভাবার্থ হলো সূর্য্য দক্ষিনায়নে অবস্থান সমাপ্ত করার জন্য বামমুখে সরতে শুরু করলো। বাঁউড়ির পরদিন মকর। সূর্য্যের দক্ষিনায়নে অবস্থানের শেষদিন। তাই দিনটি মকর স্যংক্রান্তি নামে খ্যাতিলাভ করেছে।

আঁউড়ি, চাঁউড়ি, বাঁউড়ির অর্থের-ভাবার্থের যুক্তি-অযুক্তির ভাবনা না ভেবে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পালানোর পথ নাই। সম্মুখে সমরে দন্ডায়মান মকর। শুনেছি মাস (ম্যংস) পিঠা খাওয়ানোতে মকর আনন্দ লাভ করে। ঝাড়খন্ড মরমী কবি ভবতোষ শতপতি বলেছেন "মাস পিঠা হবেক মকরে"। অতএব মকরকে ছেড়া যাবে না। হার জিতের ভাবনা না ভেবে লড়াইয়ে নামতে হবে। মকর শব্দে যে তিনটি অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে সে অক্ষরগুলি তন্ত্র সাধন মার্গে প্রতীক অক্ষররূপে ব্যবহৃত হয়। "ম" অক্ষরটি ব্রহ্ম অর্থ প্রকাশ করে। "ক" অক্ষরটি মহাযোনি বা ব্রহ্মযোনি অর্থ প্রকাশ করে। "র" অক্ষরটি তেজ অর্থ প্রকাশ করে। স্মরনে রাখতে হবে কুড়মি জাতি শৈব, তন্ত্র সাধন পন্থী। নানাবিধ প্রমান উপস্থাপনার ক্ষেত্র এটা নয় তবু বলি তন্ত্র সাধন স্রষ্টা, মহাতান্ত্রিক, মহাযোগী দুনিয়ার অন্যানের কাছে শিব এব্যং আরো অনেককিছু কিন্তু কুড়মির "বুড়হাবাবা"। কুড়মিরা বুড়হাবাবাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপে আরাধনা করার প্রমান আছে। এতৎ কারনে সারনা ধর্মে, এব্যং কুড়মালি স্যংস্কৃতিতে পদে পদে তন্ত্র সাধন মার্গের ক্রিয়া এব্যং তন্ত্র সাধন মার্গে ব্যবহৃত প্রতীক অক্ষর ব্যবহারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

© Dept. of English, V.U.

যাক্ প্রসঙ্গে ফিরি- তন্ত্র সাধন মার্গে প্রমানিত সত্য তেজ এবং ব্রহ্মের এক সাথে সহযোনিতে মিলন ব্যতীরেকে সৃষ্টি অসম্ভব। মকর শব্দে "ম" অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং "র" অর্থাৎ তেজ এই দুয়ের অবস্থান দুই প্রান্তে এবং মাঝখানে "ক" অর্থাৎ সহযোনি। অতএব এই অবস্থাতে তেজ ও ব্রহ্মের মিলন অসম্ভব। অতএব সৃজন অসম্ভব। পূর্বেই বলা হয়েছে সূর্য্যের দক্ষিনায়নে অবস্থান কালে ধানদানা অঙ্কুর উদ্গম করে না। তদনুসারে বলা যায় মকর মানে অঙ্কুর অনুদ্গম। মকর সংক্রান্তি মানে অঙ্কুর অনুদ্গম কাল সমাপ্তি। মকর সংক্রান্তির দিনে দুই অয়নের মহাসন্ধিক্ষণ। এই মহাসন্ধিক্ষণে প্রবাহমান অর্থাৎ নদী, নালা, জোড়, সতিতা ইত্যাদির জলে গঙ্গাজলে সম পবিত্র। তাই তো সেই সুদূর অতীতে কোন্ সে দার্শনিক কবি উদাত্ত কন্ঠে গেয়ে গেছেন "তোরা কোন ঘাটে সিনাবি বল। মকর গঙ্গা জলে।" কিন্তু তাড়াতাড়ি যদি স্নান সমাপন করা না হয় তাহলে টুসুর সাথে সাক্ষাৎ হবে না। ভোর রাত থেকে কিশোরী মেয়েরা বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা শুরু করেছে তাদের সোহাগিনী টুসুকে তার শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার বিদায় জানাতে। মকর সংক্রান্তির দিন টুসুর অবধারিত শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার দিন কথাটা আমি বলছি না। টুসু নিজে বলেছে সময়ে এবং সুযোগে বিশদভাবে শোনা যাবে আগে তো টুসুর সাথে আলাপ করা প্রয়োজন। টুসুর সাথে আলাপ করার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে অগ্রহায়ন সংক্রান্তিতে। ঐদিনে কৃষি স্রষ্টা, কৃষিকর্মে জীবিকা নির্বাহকারী, কৃষক কুড়মি খেত অর্থাৎ ধান চাষের কৃষি-ভূমি থেকে শস্য অধিষ্ঠাত্রী দেবী "ডিনি মাঁই" কে বাড়ীতে আনেন। অপরদিকে ঐদিনেরই সন্ধ্যাতে বাড়ীর কিশোরী মেয়ে টুসু পাতে অর্থাৎ স্থাপনা করে।

টুসু পাতা বা স্থাপনা করার উপকরণ :- ① পুরুসটঅ অর্থাৎ নিরেট পোক্ত ধানদানা। ② গোবর। ③ আতপ চালের গুঁড়ি। ④ দুর্বা ঘাস। ⑤ সারুআ (মাটির তৈরী ঢাকন)।

টুসু পাতার দিন থেকে দৈনন্দিনে নিত্য নূতন ফুলে অথবা সন্ধ্যা প্রদীপের আলোতে টুসুকে উপাসনা করা হয়। টুসু পরমারাধ্যা মাতারূপে পূজিতা হয় না। স্নেহধন্যা যৌবনবতী সৃষ্টিশীলা কন্যারূপে সেবিতা হয়। শস্য অধিষ্ঠাত্রী দেবী পরমারাধ্যা "ডিনি মাঁই" মাতারূপে পূজিতা হন। কিন্তু উৎপাদিত শস্যদানা অর্থাৎ ধানদানা স্নেহধন্যা কন্যা টুসুরূপে সেবিতা হয়। উৎপাদিত শস্যদানাকে কন্যা জ্ঞান করার যুক্তি এই যে কৃষকের কর্ষনে, লালনে-পালনে, সেবা-যত্নে শস্য দানার উৎপাদন ঘটে। ডিনি মাঁইএর অধিষ্ঠান কৃষকের আলয়ে। উৎপাদিত শস্য দানার রূপী কন্যার কিয়দংশের অধিষ্ঠান তার শ্বশুরালয়ে। কন্যা সৃজন শক্তি সম্পন্না। স্বামী সহবাসে সৃষ্টিধারা অব্যাহত রাখতে সে সক্ষমা।

উৎপাদিত শস্য দানার অর্থ বা প্রতিশব্দ নিশ্চয় টুসু নয়। বিশদ ব্যাখ্যা ব্যতীরেকে টুসু শব্দের অর্থ প্রকাশ সম্ভব নয়। টুসু শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ। কুড়মালি ভাষাতে টু এবং সু দুটি শব্দ। টু এবং সু শব্দদ্বয়ের সংযোজনে টুসু শব্দের সৃষ্টি। টু শব্দটির অর্থ পুরুসটঅ এবং পাকটঅ অর্থাৎ নিরেট এবং পক্ক। সু শব্দটির অর্থ সঁইআঁ অর্থাৎ স্বামী। টুসু শব্দটির অর্থ ধানদানার স্বামীসহ মিলন। ধান দানার স্বামী বিষয়ে আলোচনা করার

© Dept. of English, V.U.

যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাবে। কালের গতি অনুধাবন করে টুঅর এবং সু শব্দদ্বয়ের অর্থ প্রকাশ করা উচিত। কুড়মালি ভাষার অভিধানের পাতা উল্টালেই অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না সেটা সকলের জানা। তাই শব্দগুলি বাক্যে প্রয়োগের দ্বারা অর্থ প্রকাশ করার পথে হাঁটলাম। কুড়মালি ভাষাতে "টুঅর" একটি শব্দ যার বাংলা অর্থ অনাথ। টু এবং অর শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে টুঅর শব্দটির সৃষ্টি। টু শব্দটির অর্থ পাকঠঅ বা পক্ক এবং অর শব্দটির অর্থ উৎস অতএব টুঅর শব্দটির অর্থ পাকঠঅ বা পক্ক হওয়ার উৎস। পিতৃহীনতাই পক্ক বা পাকঠঅ হওয়ার উৎস। কুড়মি সমাজে অতীতে বিবাহ প্রসঙ্গে টু শব্দটির অধিক প্রচলন দেখা যেত। বাল্য বিবাহ প্রথা চলাকালে ছেলে বা মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখান করার উত্তর ছিল "রাহে নয়াঁ রিচিক টু হেউঅ দেহিঁ" অর্থাৎ দাঁড়াও না একটু পোক্ত হতে দাও। এইভাবে টু শব্দের অর্থ পাকঠঅ, পুরসঠঅ অর্থাৎ পোক্ত নির্দেশ অর্থ প্রকাশ করে এরূপ বহু বাক্য প্রচলিত আছে।

"সু" শব্দটির অর্থ সঁইআঁ যার বাংলা স্বামী। প্রায় সকল সমাজে প্রচলিত পারিবারিক সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ননদসু শব্দটি সকলের জানা শব্দ। ননদ এবং সু শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে ননদসু শব্দটির সৃষ্টি। স্ত্রী জাতি তার স্বামীর বোনকে সম্পর্কে ননদ বলে। ননদের স্বামীকে সম্পর্কে ননদসু বলা হয়। ননদ-সু বর্ণবিপর্যয়ে নন্দসু। অতএব সু শব্দের অর্থ স্বামী। টুসু শব্দের অর্থ প্রধান আহার্য্য শস্য দানার স্বামী মিলন।

এযাবৎ টুসু শব্দের ভাষা তাত্বিক পর্যালোচনা করা হলো। গীতের মাধ্যমে টুসু শব্দের অর্থ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা উচিৎ। এতৎ পূর্বে প্রবন্ধে বহুবার টুসুর শ্বশুরবাড়ী উক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। একটি গীতেতেও শ্বশুর ঘর উদ্ধৃত করা হয়েছে। গীতটি হলো:-

জলে হেলাও জলে খেলাও

জলে তোমার কে আছে।

আপন মনে ভাইভে দেখ

জলে হামার শ্বশুর ঘর আছে।

প্রথমতঃ স্ত্রী জাতির শ্বশুর ঘরে নিশ্চয় স্বামী থাকে। জলে স্বামী এতো অদ্ভুত ব্যাপার। অদ্ভুত নয়। এটা ভুতের ব্যাপার। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম পঞ্চভুতে জীবের সৃষ্টি। স্ত্রীরূপ পঞ্চভুত এবং পুরুষের পঞ্চভুতের মিলনে জীবের সৃষ্টি। তাই তো বলা হয়েছে দেশে দেশে ভগবান (ভগ মানে স্ত্রীযোনি এবং বান মানে পুরুষাঙ্গ) ভুত। পঞ্চভুতে মিলন ব্যতীরেকে উদ্ভিদের সৃষ্টি অসম্ভব। একমাত্র জলাশয়েতেই পঞ্চভুতের সমাহার সম্ভব। তাই প্রধান আহার্য্য শস্য দানার পুরসঠঅ দানা যুগ পরম্পরা সৃষ্টিধারা অব্যাহত রেখে কৃষককুলকে আহার্য্য শস্য দানা প্রদান হেতু স্বামী মিলন। প্রমানিত সত্য পঞ্চভুত উদ্ভিদের সৃষ্টির উৎস এবং অপরাধের স্বামীর ভুমিকা পালন করে।

পুরসঠঅ অর্থাৎ নির্দেষ্ট শস্য দানার স্বামী জলে সমাহৃত পঞ্চভুত। কিন্তু সে নিজে স্বামীসহবাসে যোগ্য কিনা—এতো সংশয়ের ব্যাপার। সংশয় নিরসন সম্বন্ধীয় গীত খুঁজলে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। গীতটি হলো:—

© Dept. of English, V.U.

তিরিশ দিন রাখলি টুসু।	ত্রিশ দিন রাখলাম টুসু।
তিরিশটি ফুল (সেঁইবা) দেইএ গঅ॥	ত্রিশটি ফুল দিয়ে গো॥
আর নিঁ রাখইত্র পারলিঅ।	আর রাখতে পারলাম না।
মকর হেলো বাদিগঅ॥	মকর হলো বাদী গো॥

যৌবনবতী প্রতিটি নারী প্রতি সাতাশদিন অন্তর ঋতুস্নাতা হয়। ঋতু স্নানকাল তিনদিন। এতিনদিন স্বামী সহবাস নিষেধ। দেখা গেল সাতাশদিনে পুরসটঅ দানা ঋতু স্নাতা হলো। অতএব এই সাতাশ দিন এবং নিষিদ্ধ তিনদিনে মোট তিরিশদিন। পরীক্ষাতে উত্তীর্ণা। স্বামীসহবাসে যোগ্যা। আবার সেই মকর অর্থাৎ অঙ্কুর অনুদগম। তাৎপর্য্য এই যে অঙ্কুর অনুদগম পালা বা কাল সমাপ্ত। অঙ্কুর উদগমকাল শুরু কিন্তু স্বামী সহবাস ব্যতীরেকে অঙ্কুর উদগম সম্ভব নয়। তাই পুরসটঅ দানার স্বামীমিলন অর্থাৎ টুসু।

ঋতু স্নান করেছে, স্বামী মিলন ঘটলো সবইতো হলো কিন্তু যদি বন্ধ্যাত্বগ্রস্তা হয়। বন্ধ্যাত্বগ্রস্তা কি না সংশয় নিরসন সম্বন্ধীয় গীতে বলা হয়েছে—

এক সড়অপে দুই সড়অপে	এক সড়কে দুই সড়কে
তিন সড়অপে লক চলঅই।	তিন সড়কে লোক চলে।
মঁইধে চলই হামর টুসু	মধ্যে চলে আমার টুসু।
বিন বাসাতে গাত ডলই॥	বাতাস ব্যতীরেকে শরীর দোলে।

গীতটিতে তিন সড়অপ মানে পথ সেগুলি হলো সত্ত্ব, রজ, তম। সত্ত্ব পথে স্থিতি। রজপথে সৃষ্টি। তম পথে লয়। আমাদের টুসু মধ্য পথে চলে মানে রজস্তনে স্তনবতী, সৃষ্টিশীলা। তাইতো টুসু পরবে রজ উদ্দীপক প্রচুর পরিমানে আহার্য্যের আয়োজন করা হয়। ভাষাতত্ত্বে এবং গীততত্ত্বে প্রমান করা হলো টুসু মানে প্রধান আহার্য্য শস্য দানা মানে ধান দানার স্বামী মিলন। কিন্তু প্রশ্ন বাহ্যিক আকারে দুষ্ট, সর্ব্বজনে কল্পিত, আচার—আচরনেকৃত চৌড়লটি কি টুসু? না, মোটেই নয়। চৌড়ল টুসুর শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার যান বা বাহন। যে কৃষক কুড়মি জাতি সিন্ধু সভ্যতার মত পৃথিবী শ্রেষ্ঠ সভ্যতা গঠন করেছিল তাদের আভিজাত্য নিশ্চয় কম ছিল না। যে

নারেট (পুরসটঅ) শস্যদানা আগামী যুগে যুগ পরম্পরা আহারের যোগান দিতে থাকবে তাকে পায়ে হেঁটে শ্বশুর বাড়ী পাঠানো যায় না। তাই তার যান "চউড়ল"। চউড়ল শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ। চউ এবং উড়ল শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে চউড়ল শব্দটি সৃষ্ট। চউ শব্দের বাংলা ভাষাতে অর্থ চারিদিকে (ঘরের দরজাতে কপাট বসানোর জন্যে চউকাঠ দেওয়া হয়) উড়ল শব্দের বাংলা ভাষাতে অর্থ উড্ডীয়মান হওয়া। চারিদিকে সমগতিতে উড্ডীয়মান হওয়ার ক্ষমতা কে রাখে? জবাব নিশ্চয় সূর্য্য রশ্মি অর্থাৎ তেজ। তেজ সৃষ্টির ইঙ্গিত বাহী।

© Dept. of English, V.U.

প্রবাহমান জলে চউড়লে (চৌড়লে) অবস্থিত টুসুকে অর্থাৎ নীরেট বীন দানাকে ভাসানোর কারন ভেসে যেতে যেতে তার পঞ্চভুতের সাথে মিলন ঘটবে এবং কোথাও না কোথাও কুলন পাবে। কৃষিকর্ম সৃষ্টির উৎস সন্ধানে জানা যায় নদী কিনারে প্রাকৃতিক নিয়মে শস্য দানা থেকে শস্য গাছ এবং গাছে শস্য দানা ফলন পদ্ধতিকে অনুধাবন করে আরন্যক খাদ্য সংগ্রহে অনুপযুক্ত, আস্তানা দেখভালের দায়িত্বে থাকা এবং পানীয় জল সংগ্রহকারিনী মহিলাগন প্রায় দশহাজার বৎসর পূর্বে কৃষিকর্মের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। যেহেতু কৃষিকর্ম শিক্ষার উৎসস্থল নদীতট তাই বর্তমান যুগেও টুসু মেলা অনুষ্ঠিত হয় নদীতটে এবং চৌড়ল বিসর্জন করা হয় নদীর প্রবাহমান জলে।

© Dept. of English, V.U.